Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Review Article

বৈষ্ণব সাহিত্যে চন্ডীদাস

সুবিনয় বর

শিক্ষক, চক কৃষ্ণরামপুর বরদাময়ী হাই স্কুল, ফলতা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Corresponding Author: *সুবিনয় বর

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19939513

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2584-184X
- **Received:** 05-03-2026
- **Accepted:** 28-04-2026
- **Published:** 30-04-2026
- **MRR:**4(4); 2026: 243-246
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

সুবিনয় বর. বৈষ্ণব সাহিত্যে চন্ডীদাস. Indian J Mod Res Rev. 2026;4(4):243-246.

Access this Article Online

www.mrrjournal.in

ABSTRACT

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বৈষ্ণব পদাবলী এক অভিনব সংযোজন। বৈষ্ণব পদাবলীর অনুপম শিল্প মাধুর্য আজও পাঠক হৃদয়কে মুগ্ধ করে। বৈষ্ণব পদাবলীকার হিসেবে চন্ডীদাস এক অবিস্মরণীয় নাম। রাধা কৃষ্ণের অলৌকিক প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত বৈষ্ণব পদকর্তা যশস্বী হয়েছেন তাদের মধ্যে চন্ডীদাস অবশ্যই বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। তার পদাবলীতে তিনি সহজ সরল ভাষায় অসামান্যভাবে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে বাস্তবসম্মতভাবে উপস্থাপন করেছেন। তার আরাধ্য দেব-দেবী অর্থাৎ রাধা কৃষ্ণ মর্ত্য পৃথিবীর নর নারীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। তার পদগুলি আস্বাদন করে স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভু মুগ্ধ হতেন। প্রাকচৈতন্য যুগের বিখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্তা চন্ডীদাসের কাব্যের মধ্যে মানব প্রীতি ও মর্ত্য প্রীতি পরিলক্ষিত হয়।

১. **“*শুনহ* মানুষ ভাই,**
সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই "।

আসলে চন্ডীদাসের প্রেমের মধ্যে কোন কাম গন্ধের নিদর্শন পাওয়া যায় না। তিনি দুঃখের কবি হওয়ায় তার সৃষ্ট রাধা চরিত্রকে তিনি যৌবনেই যোগিনীতে পরিণত করেছেন। তার রাধা কে তিনি কৃষ্ণ প্রেমে পাগলিনী করে গড়ে তুলেছেন। পূর্বরাগ পর্যায়ের পদ গুলিতে তার জুড়ি মেলা ভার। আক্ষেপানুরাগ নিবেদন এবং বিরহের পদ রচনায় তার কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। আসলে চন্ডীদাস তার পদাবলীতে দেবতাকে প্রিয় এবং প্রিয়কে দেবত্বে উন্নীত করেছেন, যা এক কথায় অতুলনীয়।

KEY WORD: মধ্যযুগ, রাধা- কৃষ্ণের প্রেমলীলা, সহজ সরল ভাষা, চন্ডীদাস, বিরহ

INTRODUCTION

বৈষ্ণব কাব্য এবং কবি সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন,- ২." পদাবলী সাহিত্য প্রেমের রাজ্য, নয়ন জলের রাজ্য - বঞ্চিতের দেহ স্পর্শ করিতে, দেখিয়া চক্ষু জুড়াইতে, তজ্জাত পরিমল আঘ্রাণ করিতে মধু ওলীর গন্ধে অন্ধ ন্যায় স্বর্গীয়প্রেমিক কবিজন কাঁদিয়াবেড়াইতেছেন, পদাবলী সাহিত্য তাঁহাদের অশ্রুর ইতিহাস "। আসলে মরমিয়া সাধক চন্ডীদাসের কাব্য যেন অশ্রু জলের ইতিহাস। চন্ডীদাসের বিভিন্ন পর্যায়ের পথগুলি বিশ্লেষণ করে তার অনন্যতা দেখানোর আগে আমাদের তার ব্যক্তি জীবনের দিকে আলোকপাত করতে হবে। বর্ণময়, বৈচিত্র্যময় জীবনধারা বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাই যে বীরভূম জেলার অন্তর্গত ৩. নান্নুর গ্রামে ১৪১৭ খ্রিস্টাব্দে তার জন্ম হয়। তিরোধান হয় ১৪৪৭ খ্রিস্টাব্দে। পিতা ছিলেন দুর্গাদাস বাগচী, জাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনি বাশুলী দেবীর উপাসক ছিলেন। এই মন্দিরে সেবিকা রামী রজকিনী নামক অন্ত্যজ শ্রেণীর মহিলাকে তিনি তার সাধন সঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অনেকে মনে করেন এই রামীর আদর্শে তিনি তার রাঁধার চরিত্রকে নির্মাণ করেছিলেন।

বৈষ্ণব পদকর্তা গন তাদের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ে পদগুলিকে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। পূর্বরাগ,অনুরাগ-, অভিসার, আক্ষেপানুরাগ, নিবেদন, ভাব-সম্মিলন প্রভৃতি পর্যায়ে চন্ডীদাস তার কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যকে মোটামুটি দুটি যুগ পর্বে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। যেমন প্রাকচৈতন্য যুগ এবং উত্তর চৈতন্য যুগ। প্রাক চৈতন্য যুগ সাধারণত পঞ্চদশ শতাব্দীতে এবং উত্তর চৈতন্য যুগ ষোড়শ শতাব্দীতে বিকশিত হয়েছিল। রাত চৈতন্য যুগের উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব পদকর্তা গ্রহণ হলেন বিদ্যাপতি চন্ডীদাস ও মালাধর বসু। উত্তর

© 2026 সুবিনয় বর. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস,লোচন দাস অবশ্যই স্বকীয় প্রতিভায় উজ্জ্বল। প্রাকচৈতন্য যুগের পদকর্তা হিসেবে চন্ডীদাসের বিশিষ্টতা তার বিভিন্ন পর্যায়ের পদগুলির পর্যায়ক্রমিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে।

প্রথমে যে পর্যায়ের পদের কথা আমাদের মনে পড়ে সেটি হলো পূর্ব রাগ। পূর্বরাগ পর্যায়ের পদের ভিত্তিতে তার অনন্যতা দেখানোর আগে আমাদের জেনে নিতে হবে পূর্ব রাগ সম্পর্কে। বৈষ্ণব ষড়গোস্বামীর অন্যতম শ্রীরূপ গোস্বামী তার উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে পূর্বরাগ সম্পর্কে বলেছেন -

৪." রতির্যা সংগমাৎ পূর্বং দর্শন শ্রবন দিজা,
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞে পূর্বরাগ স উচ্যতে "।

অর্থাৎ প্রকৃত মিলনের আগে নায়ক - নায়িকার রূপ দর্শন,গুণের কথা, কিংবা স্বপ্ন দর্শনের মাধ্যমে পরস্পরের অন্তরে যে গভীর প্রেমানুভূতির জন্ম হয় তাকেই পূর্বরাগ বলা হয়ে থাকে। সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলীতে চন্ডীদাসের পূর্বরাগের পদগুলি যেন ধ্রুবতারার ন্যায় উজ্জ্বল। -

৫. সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিলো মোর প্রাণ।।
না জানি কতেক মধু শ্যাম- নামে আছে গো
বচন ছাড়িতে না পারে,
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে "।

পদটিতে ভাবের কবি বিরহের পদকর্তা চন্ডীদাস রাধার হৃদয়ের যে ভাব তন্ময়তা দেখিয়েছেন এক কথায় তা অনবদ্য। প্রিয়তমের নাম শোনার পরে শ্রী রাধিকার মন প্রাণ যেন কৃষ্ণময় হয়ে উঠেছে। মধুর নাম শ্রবণে এহেন মানসিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলে প্রকৃত মিলনে শ্রীরাধিকার কি পরিবর্তন দশা হবে তাই ভেবে চন্ডীদাস আতঙ্কিত। আসলে শ্রীকৃষ্ণের অমোঘ পাগল পারা প্রেমের চোরা স্রোতে শ্রী রাধিকার কৃষ্ণ প্রেমে পাগলপারা মনোভাবই এই পদের মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে।

চন্ডীদাসের আরও একটি মর্মস্পর্শীপদ পূর্বরাগ পর্যায়ের পদে আমরা দেখতে পাই পূর্বরাগ জনিত রাধার ভাবান্তর বা ভাব ব্যাকুলতার অপরূপ চিত্রকে -

৬. " রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা,
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা।।
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ-পানে
না চলে নয়ান তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যে মত যোগিনী পারা "।

আসলে কৃষ্ণ প্রেমে এতটাই মগ্ন যে তার বাহ্য বিষয়গুলিকে শ্রী রাধা গুরুত্বহীন বলে মনে করেছেন। নির্জনে একাকী বসে থাকা, সখিদের কোথায় নিরুত্তর থাকা, কৃষ্ণ সাদৃশ্য থাকায় কৃষ্ণ মেঘের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা কিংবা আহার পরিত্যাগ করে যৌগিনীর ন্যায় বেশ ধারণ করে কৃষ্ণময় হয়ে ওঠা রাধার কৃষ্ণপ্রেমের গভীরতা ও ভাব ব্যাকুলতাকে চন্ডীদাস নানান উপমা উপমার মাধ্যমে দারুন শিল্পসম্মতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। চন্ডীদাস তার পূর্বরাগ পর্যায়ের পদে রাধার প্রেমের প্রগাঢ়তা ও কৃষ্ণপ্রেমের ব্যাকুলতাকে বাণীরূপ দিয়েছেন -

৭." ঘরের বাহিরে দন্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিঃশ্বাস যখন
কদম্ব কাননে চায়"।।

পূর্বরাগের পদটিতে চন্ডীদাস শ্রীরাধিকার যে রূপান্তর দেখিয়েছেন তা সত্যিই অপরূপ। সংসারী রাধিকার সাংসারিক রীতিনীতি ভুলে গিয়ে ক্ষণে ক্ষণে বাড়ির বাইরে চলে এসে অন্যমনস্ক থাকা, অস্বাভাবিক আচরণ স্বরূপ ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলা কিংবা এক মনে কদম বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকা বিবাহিতা রাধার পক্ষে বেশ বেমানান বলেই মনে হয়। আসলে প্রেমানলে দগ্ধ মনের কোন সমাজ কিংবা লোক লজ্জার ভয় বিপথগামী করতেই পারে না। বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বংশী খন্ডে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির সুমধুর ধ্বনি শুনে বিরহী রাধার যে অন্তরবেদনা-

৮. বোনপড়ে আগ বড়ায়ি জগোজনে জানি
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী "।

চন্ডীদাস এর পদের মধ্যেও সেই প্রেমের বুকফাটা হাহাকার, আর্তনাদও সমানভাবে পরিলক্ষিত হয়। চন্ডীদাসের অনুরাগ পর্যায়ের পদ বিশ্লেষণ এর আগে আমাদের জেনে নিতে হবে যে অনুরাগ বলতে ঠিক কি বোঝানো হয়ে থাকে। অনুরাগ বলতে আমরা সাধারণত গভীর ভালোবাসা বা টানকে বুঝে থাকি। শ্রীরূপ গোস্বামী তার" উজ্জ্বল নীলমণি" গ্রন্থে অনুরাগ প্রসঙ্গে বলেছেন -

৯. " সদানুভূতমপি যঃ কূর্যান্ন বনবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোহানুরাগ ইতীর্যতে "।।

অর্থাৎ যে রাগ নিত্য নবায়মান হয়ে সর্বদা অনুভূত প্রিয়জনকেও নতুন নতুন ভাবে অনুভব করিয়ে প্রতি মুহূর্তে প্রেমকে নবীনতা দান করে, তাকেই অনুরাগ বলে। আমরা অনুরাগ দিয়ে সংক্ষেপে বোঝানো জন্য বললে বলতেই পারি যে প্রেমের গাঢ় অবস্থার নাম হলো অনুরাগ-

১০. কাহারে কহিব মনের মরম
কেবা যায় পরোতীত।
হিয়ার মাঝারে মরম বেদনা
সদাই চমকে চিত।।
গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারী
সদা ছল ছল আঁখি
পুলক আকুল দিক নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি "।

আলোচ্য পদটিতে কৃষ্ণ প্রেমে আত্মমগ্ন শ্রী রাধিকার গভীর অনুরাগের প্রকাশ ঘটেছে। কৃষ্ণকেন্দ্রিক শ্রীরাধিকার যে ভাব অস্থিরতা তা তিনি কাউকে জানাতে পারেন না। গুরুজনদের সামনেও দাঁড়াতে পারছেন না। চতুর্দিক যেন শ্যামময় হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ প্রেমের নিবিড় রূপ অসামান্যভাবে উপস্থাপন করেছেন প্রেমের কবি চন্ডীদাস।

অভিসারের পদেও চন্ডীদাসের রাধার মধ্যেও কৃষ্ণ প্রেমের প্রত্যাশা চরমেই থাকে। অভিসার শব্দের অর্থ হলো নায়ক-নায়িকার পারস্পরিক মিলনের উদ্দেশ্যে গোপন যাত্রাকেই বোঝানো হয়। আসলে শ্রীরাধিকা ও কৃষ্ণের গোপন মিলন স্থানে যাত্রার উদ্দেশ্যেই এই পদগুলি বৈষ্ণব সাহিত্যে রচিত হয়েছে।

১১." এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
বন্ধু, কেমনে আইলে বাটে।
আঙ্গিনার কোণে গাখানি তিতিঞ্চাছে
দেখিয়া পরান ফাটে
সই, কি আর বলিব তোরে।
কোন পুন্যফলে সে হেনো বন্ধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে"।।

শ্রীমতি রাধিকা , তার সখীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে ঘন দুর্যোগপূর্ণ মেঘের ঘনঘটাকেও উপেক্ষা করে প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ তার আন্তরিক টানে তার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছেন। বৃষ্টি

© 2026 সুবিনয় বর. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

মাথায় করে এসে আঙিনার কাছে দাঁড়িয়ে ভিজছে। রাধিকা ভাবছেন শ্রীকৃষ্ণ তার প্রতি মুগ্ধতার বশবর্তী হয়েই প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকেও অগ্রাহ্য করে তার কাছে ছুটে এসেছেন- এটা বোধহয় তার পূর্ব জন্মের জন্য সুকৃতির ফল বলে মনে হয়। আসলে চন্ডীদাস বোঝাতে চেয়েছেন যে প্রেম তো একমুখী হতে পারেনা। তাই ভগবানও ভক্তের কাছে এসে ধরা দিয়েছেন। অপরিসীম বিরহ দুঃখের মধ্যেও প্রাণপ্রিয়কে এক পলকের জন্য কাছে পাওয়া এক সৌভাগ্যের ব্যাপার। চন্ডীদাস ভক্ত ভগবানের অকৃত্রিম পবিত্র সম্পর্ককে শিল্পসম্মতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

আক্ষেপানু রাগ ও প্রেম বৈচিত্র্য পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি অবশ্যই কবি চন্ডীদাস। অধ্যাপক শংকরী প্রসাদ বসুর ভাষায় -- ১২. " চন্ডীদাসের সর্বস্ব আক্ষেপা নুরাগ এবং আক্ষেপানুরাগের সর্বস্ব চন্ডীদাস"। আক্ষেপানুরাগের ক্ষেত্রেই তার প্রতিভার চরম বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। আক্ষেপানুরাগ সম্পর্কে বৈষ্ণব গোস্বামীর মতে -

১৩."প্রিয়স্য সন্নিকর্ষোহনপি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষাধিয়ার্তিস্ত্য প্রেম বৈচিত্ত্যমুচ্যতে"॥

আসলে আক্ষেপানুরাগের পদে প্রিয়জনকে না দেখার জন্য রাধার হৃদয়ে যে গভীর দুঃখ - বেদনা আক্ষেপ, সাথে সুতীব্র ভালবাসার প্রকাশ ঘটে, তাকেই আক্ষেপানুরাগ বলা হয়ে থাকে।

১৪. কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রান নিতে নাহি তোমা হেনো॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কিনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কিনু পর॥
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি॥

কৃষ্ণ প্রেমে পাগলিনী শ্রীমতা রাধার চরম অবস্থাকে চন্ডীদাস অপূর্ব ভঙ্গিমায় ব্যক্ত করেছেন। আরাধ্যকে সর্বস্ব দেওয়ার পরেও অর্থাৎ ঘরের চিন্তা না করা, পরকে আপন,আপনকে পর করা, রাতকে দিন অর্থাৎ দিবারাত্র সাধনা করেও তাকে কাছে না পাওয়ার যে বেদনা প্রেমিকার বা নায়িকার হৃদয়ে অনুভূত হয়েছে সেটা দেশ কালের গণ্ডির সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে সর্বজনীন হয়ে উঠেছে - এখানেই চন্ডীদাসের অভিনব প্রকাশিত হয়েছে।

১৫. " যত নিবারিয়ে চাই নিবার না যায় রে।
আনপথে যাইতে সে কানু -পথে ধায় রে॥
এ ছার বাসনা মোর হইল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে॥
এ ছার নাসিকা মুই যত করি বন্ধ।
তভূ ত দারুন নাসা পায় শ্যাম গন্ধ "॥

চন্ডীদাস প্রেম বৈচিত্র্য ও আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ের পদ্ধতিতে কৃষ্ণের প্রতি রাধার নানাবিধ আক্ষেপকে তুলে ধরেছেন। পদটিতে শ্রী রাধিকা কৃষ্ণের প্রতি অভিমানিনী হয়ে কৃষ্ণকে ভুলে থাকতে চাইছেন কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না। অন্য পথে যেতে চাইলেও মন কিছুতেই কৃষ্ণের পথ ছেড়ে অন্য পথকে অনুসরণ করতে সায়ও দিচ্ছে না। কৃষ্ণের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি তার নাম উচ্চারণ না করতে চাইলে জিহ্বা তার সঙ্গে নীরবতা করে কৃষ্ণ নামে মুক্তি পাচ্ছে। এমনকি নায়িকা জগতের সব কিছুর মধ্যেই কৃষ্ণের সুমিষ্ট গন্ধ কে খুঁজে পায়। আসলে রাধা কৃষ্ণের অনিবার্য আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাইলেও তিনি বিফল। তার কারণ তার শরীর, মন সমস্ত কিছুই কৃষ্ণময় হয়ে উঠেছে। রাধার হৃদয়ের যে আর্তি ও অক্ষেপ অতি সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করে সহজেই পাঠকের হৃদয়কে মুগ্ধ করতে পেরেছে, এখানেই চন্ডীদাসের অসাধারণত্ব।

১৬, " কাল জল ঢালিতে সই কালা মনে পড়ে।
নিরবধি দেখি কালা শয়ানে স্বপনে॥
কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি।
কাল অঞ্জন আমি নয়নে না পরি "॥

আক্ষেপ অনুরাগ পর্যায়ের এই পদটিতে কৃষ্ণ অনুরাগ রাঁধার সমস্ত সত্তা জুড়ে রয়েছে তা দেখানো হয়েছে। মনকে কৃষ্ণের থেকে অবস্থান করাতে চাইলেও অস্থির মন বারে বারে কৃষ্ণের কথা মনে করাতে চাইছে। সাদৃশ্য বাচক নামক নানা অনুসঙ্গ যেমন -কালো, জল, কাল, কেশ, কাল অঞ্জন এগুলি দূরে রাখতে চাইলে শ্রীরাধিকার মনের গহন প্রদেশের সঙ্গে এগুলির যোগাযোগ তৈরি হয়েছে তা পাঠকের বুঝবে অসুবিধে হয় না। আসলে আপাতত দৃষ্টিতে কৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ বা অভিমান প্রকাশিত হলেও অভিমানের মোড়কের আড়ালে আরাধ্য প্রিয়তমের প্রতি প্রিয়তমার যে সুগভীর প্রেমানুভব প্রকাশিত হয়েছে নানান উপমা ও রূপকের আড়ালে তা সহৃদয় পাঠকের বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না এখানেই চন্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব।

বৈষ্ণব পদাবলীতে ভাব সম্মিলন বলতে দীর্ঘ বিরহের পর রাধা ও কৃষ্ণের যে মানসিক বা আধ্যাত্মিক মিলন তাকেই সাধারণভাবে ভাব সম্মিলন বা ভাব সম্মেলন বলে। এখানে হৃদয়ের মধ্যেই কৃষ্ণের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

১৭. " বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখ না হইত পরান গেলে॥
এতেক সহিল অবলার বলে।
ফাটিয়া যাইতো পাষান হলে॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে তা ভালো "॥

কৃষ্ণ দীর্ঘদিন মথুরায় রয়েছেন। বাস্তবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার মিলন এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। তাই বিরহিনি শ্রীমতি রাধিকার ভাব কল্পনায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলন হল। মথুরা নগর থেকে শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাগমন করেছেন - তাকে দেখতে না পেয়ে তার বিরহে প্রাণ ধারন করা সম্ভব হয়েছে , দুঃখ, যন্ত্রণা,কষ্ট সহ্য করা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র তিনি সর্বংসহা বলে। সহজ সরল অনুযোগের মধ্য দিয়ে অতি গভীর বিরহ বেদনাকে বাণীরূপ দিয়েছেন অত্যন্ত সুকৌশলে। যা চন্ডীদাসের সুগভীর প্রেম চেতনার বাস্তব পরিচয়ক বলে মনে করা যেতে পারে। আসলে শ্রীকৃষ্ণ রাধার অন্তরে সব হারানোর মাঝে সব পেয়েছির
এক অপরিসীম আনন্দের ঠিকানা।

১৮." সই, জানি কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে তুরিতে আওব
কপাল কহিয়া গেল॥
চিকুর ফুরিছে বসন উড়িছে
পুলক যৌবন ভাব
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
দুলিছে হিয়ার হার॥

ভাবলাষ পর্যায়ের পদ্ধতিতে রাধা সখি কে বলেছেন তার কুদিন আজ সুদিনে পরিণত হয়েছে। জ্যোতিষী তাকে বলে গেছেন তার মনোবাসনা শীঘ্র পূরণ হবে অর্থাৎ কৃষ্ণ খুব তাড়াতাড়ি তার কাছে আসবেন। আনন্দে রাধা কেস দাম ও গাত্রবস্ত্র উড়ছে।বাঁধভাঙ্গা আনন্দে তিনি আজ পাগলপারা। সংসারের বশবর্তী হয়ে তিনি সখীকে জানাচ্ছেন বাম অঙ্গ এবং বাম চোখ ঘন ঘন নাচছে যা তার আগত সুদিনের পরিচয় বাহক। অর্থাৎ ভাবীর জগতে কৃষ্ণকে কাছে পাবেনই সেই শুভ মুহূর্ত দুয়ারে অপেক্ষারত। আসলে দীর্ঘ অদর্শনের ফলে তীব্র বিরহ বেদনার সান্তনা স্বরূপ স্বপ্নে বা মনোজগতে কৃষ্ণের সাথে মিলনের মাধ্যমে রাধার অতলান্ত দুঃখের মাঝে যেন একটুখানি আনন্দের দখিনা বাতাস এবং কোকিলের কুহুস্বর বলেই চন্ডীদাস মনে করেছেন।

বৈষ্ণব পদাবলীতে নিবেদন হল রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলার এক বিশিষ্ট পর্যায়। এখানে নায়িকা রাধা নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্ম নিবেদন করেন। নিবেদনের পদ রচনার ক্ষেত্রে চন্ডীদাসের

© 2026 সুবিনয় বর. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

জুড়ি মেলা ভার। চন্ডীদাসের নিবেদনের পদ গুলিতে নিবেদনটা চন্ডীদাসের নয়, রাধারই সর্বোচ্চ সমর্পণের নম্র প্রণাম।

১৯. " বধূ কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।।
তোমার চরণে আমার পরানে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি
সব সমর্পিয়া এক মন হইয়া
নিশ্চয় হৈলাম দাসী।

পদটি চন্ডীদাসের নিবেদন পর্যায়ের একটি শ্রেষ্ঠ পদ। শ্রীমতি রাধা বাসনা কামনা বিসর্জন দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। জন্ম-জন্মান্তরের জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রাণনাথ হতে চাওয়ার বাসনা প্রকাশিত হয়েছে। সমাজ সংস্কারের সমস্ত রকমের পিছুটান প্রতিবন্ধকতাকে অগ্রাহ্য করে এক মনে এক প্রাণে শ্রীকৃষ্ণের জন্য নিজেকে নিবেদন করে চরম সুখ-শান্তি উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। চরম ত্যাগের মাধ্যমে পরম প্রাপ্তি কৃষ্ণ পদাশ্রয় কামনায় নিবেদন পর্যাযের এই পদে চন্ডিদাস শ্রীরাধিকার প্রেম ও ভক্তির এক আশ্চর্য জগতের সার্থক সম্মেলন ঘটিয়েছেন।

২০. " বঁধু তুমি সে আমার প্রান।
দেহ মন আদি তোহারে সঁপেছি
।।কুল শীল জাতি মান।।
.... কিংবা
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ।" -

চন্ডীদাসের আত্মনিবেদনের এই পদে রাধিকা অকপটে ব্যক্ত করেছেন কৃষ্ণই তার প্রাণ। তার দেহ, মন, কুল, জাতি সর্বস্ব তিনি ত্যাগ করতে প্রস্তুত। এমনকি কলঙ্কিনী বলে কেউ তাকে অপবাদ দিলেও তাতেও তার কোন বিন্দুমাত্র দুঃখবোধ থাকবে না। প্রিয়তমের জন্য লজ্জার কলঙ্কের হার গলায় ধারন করবেন অলংকার স্বরূপ তাতেও তার কোনরূপ দুঃখ হবে না। বরং তিনি তীব্র সুখানুভূতি অনুভব করবেন অন্তরে। আসলে কৃষ্ণ প্রেমের দুর্নিবার স্রোতের বাইরে যাওয়া কার্যত অসম্ভব বরং কৃষ্ণ প্রেমের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে সর্ব সুখ উপলব্ধি করতে চেয়েছেন শ্রী রাধিকা আত্ম নিবেদন এর মধ্য দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন -"চন্ডীদাস সহজ ভাষায় সহজ ভাবের কবি"। এই গুণের জন্যই তিনি বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে অনন্য প্রতিভার অধিকারী.। পূর্বরাগ,প্রেমবৈচিত্ত্য,আক্ষেপানুরা, ভাবোল্লাস, অভিসার এবং নিবেদন প্রভৃতি পর্যায়ের পদ রচনার ক্ষেত্রে তার কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। তার সৃষ্ট রাধা শুধু অসীমের যাত্রী নন বাস্তবের ধুলি ধূসরিত জগতের প্রেম কথার নায়িকা। তাই সসীমকে তিনি অসীমের সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন অনবদ্যভাবে। তাই তার পদাবলী বা কবিতাগুলি হয়ে উঠেছে -

২১. " সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর
তোমার মধ্যে আমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।"

চন্ডীদাসের প্রেম কাব্য চির পুরাতন অথচ চির নতুন প্রেম গীতি। এ কাব্য কেবল রাধা কৃষ্ণের প্রেমের মহাকাব্য নয়, রাধাকৃষ্ণের লীলা প্রেমকে অতিক্রম করে এ কাব্য হয়ে উঠেছে চিরন্তন নরনারী প্রেমের বাস্তব রূপ। চন্ডীদাসের পদাবলীতে দেবতা হয়েছে প্রিয় আর প্রিয় হয়েছে দেবতা। তার কাব্যে বিরহ অতি তীব্র। তার পূর্বরাগ ও আক্ষেপানুরাগের পদগুলির আবেদন আজও পাঠক হৃদয়কে সমানভাবে তৃপ্ত করে। বিদ্যাপতি সৌন্দর্যের কবি, জ্ঞানদাস মাধুর্যের কবি, গোবিন্দ দাস সুরের কবি, আর চন্ডীদাস হলেন বিরহের পূজারী। আসলে বৈষ্ণব কবিরা রাধা কৃষ্ণের লীলা বর্ণনায় যেসব পদ রচনা করেছেন তার পেছনে রয়েছে ব্যক্তিগত প্রেমানুভূতির প্রভাব। চন্ডীদাসের ক্ষেত্রেও রামি রজকিনীর প্রভাবও তাকে পরক্ষে উদ্বুদ্ধ করেছিল প্রেম বিরহের পদ রচনার প্রেরণা জোগাতে। তাই ডক্টর সত্য গিরির মতে - " the human body is the highest Temple of God". চন্ডীদাসের ভাষা ভঙ্গিমা ছন্দ প্রকরণ বাকরীতি এক কথায় অসাধারণ। সহজভাবে সহজ ভাষায় অলৌকিক, রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে করে তুলেছেন শাশ্বত।

তার পদের ভাব গভীরতা, রোমান্টিকতা,ভাব ব্যাকুলতা, শিল্পবোধ,বাস্তব চেতনা তার পদাবলীকে করে তুলেছে চিরন্তন। তিনি ভাব তন্ময় মরমীয়া কবি। তার কবিতায় বাংলার পল্লী গ্রামের অপার সৌন্দর্য যেমন প্রস্ফুটিত হয়েছে ঠিক তেমনভাবে বাংলার দৈনন্দিন জীবনেরও পরিচয় ফুটে উঠেছে। সর্বজন পরিচিত সহজ সরল ভাষা চন্ডীদাসের অলৌকিক ভাব ব্যঞ্জনার শিল্প নৈপুণ্য চন্ডীদাসের পদাবলীকে করে তুলেছে অতুলনীয় ও অসাধারন - এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

REFERENCE

1. আচার্য, ডঃ দেবেশ কুমার. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস. ইউনাইটেড বুক এজেন্সি; p. 197.
2. মুখোপাধ্যায় ধ্রুবকুমার. বৈষ্ণব পদামৃতসিন্ধু. প্রজ্ঞা বিকাশ; p. 27.
3. চট্টোপাধ্যায় পার্থ. বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্য টিকা. তুলসী প্রকাশনী; p. 63.
4. গিরি সত্য. বৈষ্ণব পদাবলী. রত্নাবলী; p. 352.
5. তদেব. Ibid. p. 353.
6. তদেব. Ibid. p. 353.
7. চট্টোপাধ্যায়, ডঃ তপন কুমার. বৈষ্ণবপদ সমীক্ষা. প্রজ্ঞা বিকাশ; p. 129.
8. তদেব. আদি মধ্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস. প্রজ্ঞা বিকাশ; p. 169.
9. গিরি সত্য. বৈষ্ণব পদাবলী. রত্নাবলী; p. 358.
10. তদেব. বৈষ্ণবপদ সমীক্ষা. প্রজ্ঞা বিকাশ; p. 151.
11. মুখোপাধ্যায় ধ্রুবকুমার. বৈষ্ণব পদামৃতসিন্ধু. প্রজ্ঞা বিকাশ; p. 45.
12. গিরি সত্য. বৈষ্ণব পদাবলী. রত্নাবলী; p. 375.
13. তদেব. Ibid. p. 373.
14. তদেব. p. 283.
15. মুখোপাধ্যায় ধ্রুবকুমার. বৈষ্ণব পদামৃতসিন্ধু. প্রজ্ঞা বিকাশ; p. 126.
16. চট্টোপাধ্যায়, ডঃ তপন কুমার. বৈষ্ণবপদ সমীক্ষা; p. 207.
17. তদেব, Ibid. p. 230.
18. গিরি সত্য. বৈষ্ণব পদাবলী. রত্নাবলী; p. 319.
19. চট্টোপাধ্যায়, ডঃ তপন কুমার, বৈষ্ণবপদ সমীক্ষা. প্রজ্ঞা বিকাশ; p. 207.
20. তদেব,. আদি মধ্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস. প্রজ্ঞা বিকাশ; p. 301.
21. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ. কবিতা (সঞ্চয়িতা). সীমায় প্রকাশ; p. 382.

Creative Commons License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

About the corresponding author

সুবিনয় বর পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ফলতা অঞ্চলের চক কৃষ্ণরামপুর বরদাময়ী হাই স্কুলের একজন শিক্ষক। তিনি বাংলা সাহিত্য, বিশেষত বৈষ্ণব সাহিত্য নিয়ে আগ্রহী এবং শিক্ষাদান ও গবেষণায় নিবেদিত। সাহিত্যচর্চা ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য।

© 2026 সুবিনয় বর. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/